Diploma Programme
Programme du diplôme
Programa del Diploma

Bengali A: literature – Higher level – Paper 1
Bengali A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 1
Bengalí A: literatura – Nivel superior – Prueba 1

Wednesday 10 May 2017 (afternoon)
Mercredi 10 mai 2017 (après-midi)
Miércoles 10 de mayo de 2017 (tarde)

2 hours / 2 heures / 2 horas

Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a literary commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

Instructions destinées aux candidats

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est de **[20 points]**.

Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.

2217 – 0021
© International Baccalaureate Organization 2017

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

https://xtremepape.rs/

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা কর:

1.

এক কর্নেলের গল্প শোনা যাক। যুদ্ধাহত, ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটা এক কর্নেল। কিংবা এ গল্প হয়তো শুধু ঐ কর্নেলের নয়। জাদুর হাওয়া লাগা আরও অনেক মানুষের। নাগরদোলায় চেপে বসা এক জনপদের। ঘোর লাগা এক সময়ের।

গল্পটি শুরু করা যাক লালমাটিয়ার[1] ঐ শ্যাম্পুর বিরাট বিলবোর্ডটি থেকে। বিলবোর্ডটিতে দিনের শেষ আলো আছড়ে পড়ছে। তার ঠিক নিচে একা দাঁড়িয়ে আছেন লুৎফা। আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বুঝি বা। কোনো দূর দেশ থেকে শীত শীত হাওয়া আসছে। একটা আকাশি রঙের চাদর গায়ে জড়িয়েছেন লুৎফা। শিরিশ গাছের কয়েকটি পাতা উড়ে এসে পড়ছে লুৎফার চাদরে। লুৎফা সেই কর্নেলের স্ত্রী। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার ছোট ছেলে মিশুর জন্য। মিশুর অফিসের বাস প্রতিদিন ঐ শ্যাম্পুর বিলবোর্ডের নিচে এসে দাঁড়ায়। লুৎফা সেই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন অন্যমনস্ক, বিষণ্ন। যেন অন্য কোনো গ্রহের ধুলো লেগে আছে তার গায়ে। বাস থেকে নামলে মিশুকে নিয়ে একটি রিকশায় উঠবেন লুৎফা। লাল আকাশকে পেছনে রেখে বাড়ি ফিরবেন তারা। কেউ কোনো কথা বলবেন না। এভাবেই চলছে প্রতিদিন। এরকমই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার।

মিশুকে নিয়ে সমস্যায় আছেন লুৎফা। সাইকিয়াট্রিস্টের চিকিৎসাধীন আছে মিশু। মিশুর সাম্প্রতিক লেখা কবিতাটি পড়ে সাইকিয়াট্রিস্ট চিন্তিত। কবিতা মিশু লেখে মাঝে মাঝে। সম্প্রতি সে লিখেছে, 'খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমি একজনকে হত্যা করতে চাই।' তারপর ঐ কবিতা জুড়ে অদ্ভুত সব ইমেজ। সে নাকি মানসপটে একটি গোলাপি ট্রেনকে ঝিকঝিক করতে করতে ছুটে যেতে দেখে। প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাখালী রেল ক্রসিং[2]-এ সেই গোলাপি ট্রেনটি আসে। তখন খুব হাওয়া বয় চারদিকে। রেললাইন আর ট্রেনের চাকা পরস্পরকে লেপ্টে থাকে। মিশুর মনে হয় যেন দুটি ধাতব ঠোঁট, চুম্বন করছে পরস্পরকে। মনোলোকে সে রেল ক্রসিং এ দাঁড়িয়ে ঐ মায়াবী প্রেমের দৃশ্য দেখে। দমকা হাওয়ায় তার চুল উড়ে, শরীর কাঁপে। রেললাইন আর ট্রেনের চাকার অঙ্গ অঙ্গ মিলনে যেন আশ্চর্য এক সৌন্দর্য রচিত হয়। মিশু লিখেছে 'আমি ঐ সৌন্দর্য চেখে দেখতে চাই। অন্যভাবে বললে একজনকে হত্যা করতে চাই আমি।'

ডাক্তার কথাটি আগেও বলেছেন কিন্তু এই কবিতাটি পড়ে আরও নিশ্চিত হলেন এবং আবারও বললেন, মিশুর ভেতর আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ওকে একা হতে দেওয়া যাবে না। নজরে রাখতে হবে সবসময়। নৃবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষে মিশু একটি সংস্থায় গবেষণার কাজ করছে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অফিসের সময়টিতে মিশুর ওপর চোখ রাখছেন ওর অফিসের এক শুভানুধ্যায়ী। আর অফিসের বাস মিশুকে রাস্তায় নামিয়ে দেবার পর বাড়ি ফেরার পথটুকু তাকে আগলে রাখছেন তার মা লুৎফা। মিশু বাসের হ্যান্ডেল ধরে নামবার সময় যখন ডানে বামে দেখে তখন হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ওর চাহনি, চোয়ালের জায়গাটুকু দেখায় তাহেরের মতো। আবু তাহের, সেই কর্নেল, মিশুর বাবা।

https://xtremepape.rs/

আবু তাহেরের ফাঁসি হয়েছে। ফাঁসির আগের দিন সবাই দেখা করতে গিয়েছিলেন তাহেরের সঙ্গে। লুৎফা নীতুকে নিয়েছেন, যীশুকে নিয়েছেন কিন্তু মিশুকে নিতে পারে নি। মিশুর বয়স তখন নয় মাস, ছিল নানার বাড়িতে। তাহেরের সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব অল্প সময় দিয়েছে তারা, মিশুকে নেবার আর সুযোগ হয়নি। সঙ্গে করে মিশুর একটা ছবি নিয়েছিলেন লুৎফা। জেলে ঢুকবার আগে নিয়মমাফিক তল্লাসী চালায় প্রহরীরা। আরও কিছু জিনিসের সঙ্গে মিশুর ছবিটাও জেলগেটে রেখে দেয় তারা। না মিশুকে, না তার ছবি কোনোটিই আর শেষবারের মতো দেখা হয়নি তাহেরের। মিশু অবশ্য যথারীতি বহন করছে তাহেরের চোয়াল। রোজকার মতো মিশুর অফিসের বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন লুৎফা। বৃষ্টির খবর নিয়ে আসা শীত শীত হাওয়ায় কয়েকটি শিরিশ পাতা এসে পড়ছে তার গায়ের চাদরে।

শাহদুজ্জামান, *ক্রাচের কর্নেল* (২০১২)

---

[1] লালমাটিয়ার: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি জায়গা

[2] ক্রসিং: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মহাখালী কমার্সিয়াল এরিয়ার একটি রেলওয়ে ক্রসিং

https://xtremepape.rs/

2.

আনন্দ ভাসে শাদা পাতা জুড়ে

১.
এই যে বহুদিন পর আবার লিখে যাচ্ছি নিভৃত পঙ্‌ক্তিমালা
তার ভেতর ফুটে উঠছে সেই মেধাবিনী সন্ধ্যার আলো
যা ভেসে এসেছিলো তোমার ঝিরঝিরে হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে—
তা-ই আজ আলোকিত করে রেখেছে নিঃসীম মধ্যরাত্রি
ও শাদা পাতাটিকে,
আমি ঘুমোবো না সারারাত
এই যে নরম আলোর বাজনা বাজছে অনুচ্চকিত পঙ্‌ক্তিমালায়
বলো, এর চেয়ে সফলতা আর কিছু আছে?

২.
অন্য গ্রহের পথসন্ধিতে নেমে গেছি, তুমি ভেসে গেলে উত্তরে
আমি কোনো্দিকে যাবো, দক্ষিণ—দূরে সরে যায়…

এই পথ অস্বচ্ছ স্বপ্নের মতো জেগে উঠেছিলো
আরো একটু এগোলে জলভরা মেঘের দিগন্ত
ছুঁয়ে ফেলা যেতো
(আমি তো তুমুল ভিজতে চেয়েছি)
সেখানে একফালি চাঁদের শরীরে ফুটে ছিলো
ঠোঁটের অস্ফুট ভাষা
ট্যাক্সিতে অথবা আইসক্রিম-পার্লারে আমি যা বলতে পারিনি

৩.
আমরাও সেতু পেরোলাম, নদীর উপরে হাওয়া
মাঝে মাঝে উড়িয়ে আনছিলো বৃষ্টির চূর্ণ জলকণা,
ভিজে যাচ্ছিলো তোমার অশাসিত চুল, গালের একপাশ…
জানলার কাচ তুলে দিই? না, বৃষ্টিবাতাসেরা এসো…

বাতাসের ঢেউয়ের চূড়ায় দুলতে দুলতে আমরা
এই প্রাচীন পৃথিবী পেরিয়ে গেলাম
আমাদের আজন্ম যা কিছু গোপন ব্যর্থতাও

https://xtremepape.rs/

৪.

যুদ্ধ চাই না বলেই বিষণ্ন নির্জন স্বরে
তোমাকে যুদ্ধের কবিতা শোনাই
প্রদর্শনীতে গলিত শিশুর ছবি, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে
সুদূর, অন্যমনস্ক…
আমি দেখছিলাম একটি মসৃণ রাত্রির ঢেউ তোমার শরীরে দুলছে
স্বপ্নের মতো ফুটে উঠেছে ছোটো ছোটো নক্ষত্র,
কী করে জানাবো, এই আগুনভরা পৃথিবীতে একটি মেঘের ছায়ার মতো
অপার শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছো
আমাদের ছিন্নভিন্ন বেঁচে থাকা জুড়ে

সৈয়দ হাসমত জালাল, *মেঘ, ময়ূর ও পরীটির কথা* (২০০১)

https://xtremepape.rs/